পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের ১৭২টি গ্রামে বনাধিকার আইন প্রয়োগের খতিয়ান

সোসাইট ফর ডাইরেক্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এন্ড হেলথ একশন (দিশা)
www.dishaearth.org

একটি প্রাথমিক ইংরেজি রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার
সেপ্টেম্বর ২০২০

১৩ বছর হয়ে গেল, **তফসিলি উপজাতি ও অন্যান্য চিরাচরিত বনবাসী (বনাধিকারের স্বীকৃতি) আইন ২০০৬,** সংক্ষেপে বনাধিকার আইন ভারতের সংসদে গৃহীত হয়েছিল। উদ্দ্যেশ্য ছিল, তফসিলি উপজাতি ও অন্যান্য চিরাচরিত বনবাসীদের পরম্পরাগতভাবে ভোগ করা জমি এবং বসবাসের অধিকারের স্বীকৃতি না দিয়ে যে 'ঐতিহাসিক অবিচার' করা হয়েছিল – তার প্রতিকার করা। কিন্তু এক যুগের ও বেশি পেরিয়ে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় এই আইন কার্যকরি করা এখনো বাকি আছে।

ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের ৫০,৫৬০ হেক্টর ভৌগলিক এলাকায় ২৩,৮৭৫ হেক্টর অর্থাৎ ৪৭.৪০ শতাংশ এলাকা বনাঞ্চল। বনাধিকার আইন এই ব্লকে কতটা প্রয়োগ হয়েছে তার খতিয়ান পেতে এই জেলার ২৯৪টি গ্রামের মধ্যে জঙ্গলের ভিতর অথবা জঙ্গলের লাগোয়া ১৭২টি গ্রামে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। এই গ্রামগুলির ২০২০৬টি পরিবারের মধ্যে ৪১ শতাংশ অন্যান্য চিরাচরিত বনবাসী, ৩১ শতাংশ তফসিলিউপজাতি, ২০ শতাংশ তফসিলি জাতি এবং ৮ শতাংশ বিশেষভাবে দুর্বল জনজাতি। লক্ষ্য করা গেছে যে এদের মধ্যে উপজাতি জনজাতি এবং বিশেষভাবে দুর্বল জনজাতিরা অনেক বেশি মাত্রায় বনের উপর নির্ভরশীল। গ্রামে গ্রামে বনবাসীদের এক একটি গ্রুপের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমীক্ষকরা প্রতি গ্রামে আগে যোগাযোগ করে গিয়ে গ্রুপগুলির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যগুলি সংগ্রহ করেন।

বন গ্রাম বাসীরা বনের উপর বিভিন্ন ভাবে নির্ভরশীল। তাঁরা প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন বনজ সম্পদ আহরণ করে সেগুলি একই অবস্থায় অথবা কিছুটা প্রক্রিয়াকরণ করে বিক্রি করেন। এছাড়া এই সমস্ত বনজ সম্পদ থেকে সরাসরি ব্যবহারের জিনিস যেমন বাবুই ঘাসের দড়ি, বেত থেকে নানারকম রান্নাঘরের পাত্র, পোকা থেকে রেশমের গুটি ইত্যাদি তৈরি করেন। তাঁরা সাপ্তাহিক হাটে এগুলি সরাসরি বিক্রি করেন অথবা পাঠিয়ে দেন। বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরাও গ্রামে এসে এইসমস্ত উৎপাদিত বা আধা প্রক্রিয়াকৃত জিনিস সংগ্রহ করে নিয়ে যান। ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ইত্যাদি বিভিন্ন সরকারি বিভাগ এই সমস্ত বন জাত কাঁচা মাল অথবা প্রক্রিয়াজাত জিনিওের উপর ন্যূনতম সহায়তা মূল্য দিয়ে থাকেন।

বন গ্রামগুলি এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত বনাঞ্চল, যার উপর বনবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল সেগুলির সীমানা নির্ধারণ করা কোনো ম্যাপের অস্তিত্ব, যে সমস্ত গ্রুপগুলি সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে তাঁদের জ্ঞাতে নেই। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বনের ভিতর তাঁরা বসবাস করেন। ৫৬ শতাংশ তফসিলি উপজাতি এবং ৫৮ শতাংশ বিশেষভাবে দুর্বল জনজাতি সম্পূর্ণভাবে বনের উপর নির্ভরশীল। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পরম্পরাগতভাবে বাস করা বহু পরিবারের বনের ভিতর চাষের জমি নেই। কিছু পরিবার আছেন যাঁদের বনের ভিতরে জমি আছে কিন্তু

বনের বাইরে বাস করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার সরকারি খাস জমিতে বাস করেন আর বাকিরা ব্যক্তিগত মালিকানার জমিতে বাস করেন।

যাঁদের মধ্যে সমীক্ষা করা হয়েছে, তাঁদের কারোরই নিজেদের গ্রামে কোন গ্রামসভার অস্তিত্বের কথা জানা নেই। এমনকি পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কখনো গ্রাম সভা গঠন করার কোন উদ্যোগ দেখানো হয়নি। যাঁরা মোটামুটি একটা ধারণা দিতে পেরেছেন তাঁরা জানিয়েছেন গড়ে এক একটি বনগ্রামে সামুদায়িক জীবন জীবিকা চালানো হয় এমন এলাকার পরিমান মোটামুটি ৫ হেক্টর। তবে এই মান ২ থেকে এমনকি ৩০ হেক্টর পর্যন্ত ওঠানামা করে। কোথাও কোথাও চিরাচরিত চারণভূমি আছে কিন্তু অন্যত্র তা নেই। যাই হোক প্রতিটি গ্রামে একটি করে পূজার স্থান আছে। কিছু কিছু গ্রামে একের বেশি সাধারণের পূজার স্থানও আছে কিন্তু এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে কোনো সাধারণের পূজার স্থান নেই।

সমীক্ষায় জানা গেছে গ্রামবাসীরা বনগ্রামে একটি কমিটিরই অস্তিত্ব জানে। এরা বনবিভাগ মনোনীত 'বন সুরক্ষা কমিটি' (Forest Protection Committee) বা জে এফ এম কমিটি। তারা বন গ্রামে বনবিভাগের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করে। এগুলি চালু হয়েছিল যখন বনবিভাগ দ্বারা যৌথ বন পরিচালনার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। এগুলির সঙ্গে গ্রামসভার কোন সম্পর্ক নেই। এগুলি সম্পূর্ণভাবে বনবিভাগের মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি।

সামুদায়িক বনজ সম্পদের উপর বনগ্রাম বাসীদের অধিকার সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তবে ৩২টি গ্রুপ সমীক্ষকদের জানিয়েছেন যে কয়েকজন গ্রামবাসীরা ব্যক্তিগতভাবে জমির পাট্টা অথবা ''অধিকৃত জমির উপর স্বীকৃতি'' (বনাধিকার আইন অনুযায়ি) পেয়েছেন। এই স্বীকৃতি দলিলগুলি একটু ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এই দলিলগুলিতে কোন তারিখ এবং রেজিস্ট্রেশন নং নেই। এছাড়া যদিও এই দলিলগুলি Divisional Forest Officer / Dy. Conservator of Forest; Project Officer–cum–District Welfare Officer, BCW (Backward Class Welfare), Paschim Medinipur; Additional District Magistrate & D.L.L & R.O Paschim Medinipur সই করেছেন কিন্তু কোথাও District Collector / Deputy Commissioner-এর কোন সই নেই। ফলে এই দলিলগুলির আইনি স্বীকৃতি নিয়ে সংশয় থাকে। (ঝাড়গ্রাম জেলা তৈরির আগে এই এলাকাগুলি যখন পশ্চিম মেদিনিপুরের অন্তর্গত ছিল তখন এই দলিলগুলি তৈরি হয়েছিল।)

এই বিষয়টাই জটিল হয় যখন সত্যিই দেখা যায় জঙ্গলের জমির উপর ভোগদখলের স্বীকৃতি দলিল দেবার পরেও একই জমিতে বন বিভাগের প্রকল্প চালানোর জন্য ঔষধি গাছ লাগানোর প্রকল্প ইত্যাদি চালানো হয়। তাঁরা এমনকি অধিকারীর অনুমতি নেবার প্রয়োজনও মনে করেন না। বন গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বেশ কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে যে বন দফতর প্রায়ই বনসৃজন প্রকল্পের নামে গ্রাম বাসীদের নিজেদের চাষের জমিতে যাবার অথবা জীবিকার জন্য জঙ্গলে যাবার রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছেন।

সমীক্ষা থেকে মূল যে বিষয় বেরিয়ে এসেছে তা হল যে গ্রামগুলিতে সমীক্ষা করা হয়েছে তাদের অধিকাংশ পরিবারই চিরাচরিতভাবে সামুদায়িক বনজ সম্পদ এবং / অথবা চাষ জমির উপর নির্ভরশীল এবং প্রাথমিক অধিকারী। বনাধিকার আইন ২০০৬ এখানে প্রয়োগ করা দরকার যাতে জঙ্গল নির্ভর পরিবারগুলির ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত এবং সুনিশ্চিত হয় আর তাঁরা অন্যায্য বেআইনি উচ্ছেদ, বন ধ্বংস ও নির্মানের আতঙ্কের মধ্যে না থাকেন।

বনাধিকার আইন ২০০৬ এবং বনাধিকার বিধি ২০০৭ (সংশোধিত বিধি ২০১২) প্রয়োগের জন্য যে উদ্যোগগুলি নেওয়া দরকার -

১। বনাধিকার আইন সম্পর্কে বনবাসীদের, প্রশাসনের প্রতিটি ধাপের কর্মীদের এবং এমনকি পঞ্চায়েত, ভূমি, বন, বিডিও এবং এসডিও অফিসের আধিকারিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সচেতনতা তৈরি করা দরকার।

২। সরকারের উচিৎ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে প্রতিটি বনগ্রামে, গ্রামসভা গড়ে তোলার এবং গ্রামসভার কাজ চালু করার জন্য নির্দেশ দেওয়া।

৩। বনাধিকার আইন অনুযায়ি প্রতিটি গ্রামসভায় নির্বাচনের মাধ্যমে বনাধিকার কমিটিগুলি গড়ে তোলা এবং তাদের সামুদায়িক বনজসম্পদের দলিল তৈরি করার, এলাকার মানচিত্র তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হোক যাতে তা সামুদায়িক বনজ সম্পদের উপর দাবি তৈরির কাজে লাগে।

৪। মহকুমা লেভেল কমিটির এবং বিশেষত: মহকুমা আধিকারিকের দপ্তরের উচিৎ গ্রামসভাগুলির এবং বনাধিকার কমিটির দিকে সমস্ত রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া যাতে তারা সামুদায়িক বনজসম্পদের জন্য মানচিত্র তৈরি করতে এবং সামুদায়িক অধিকারের দাবিগুলি তৈরি করার জন্য দক্ষ হয়ে ওঠে।

৫। মহকুমা লেভেল কমিটির এবং বিশেষত: মহকুমা আধিকারিকের দপ্তরের উচিৎ গ্রামসভাগুলিকে এবং বনাধিকার কমিটির দিকে সমস্ত রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া যাতে তারা ব্যক্তিগত চাষের জমি এবং সামুদায়িক বনজ সম্পদের উপর তাদের ব্যক্তিগত দাবির আবেদন তৈরি করতে দক্ষ হয়ে ওঠে।

৬। গ্রামসভাগুলির দক্ষতা তৈরি করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে তাঁরা বনাধিকার কমিটির তৈরি করা প্রত্যেকটি আবেদন পরীক্ষা করতে পারবেন, দাবি করা জমির মানচিত্র পরীক্ষা করতে পারবেন এবং দাবিগুলির পক্ষে, বিপক্ষে প্রস্তাব পাশ করতে পারবেন। পরে এই দাবি তাঁরা মহকুমা লেভেল কমিটিকে পাঠাবেন যাতে তা সরকারী স্তরে গৃহীত হয়।

সাবডিভিশনাল বা মহকুমা স্তরের কমিটি এরপর দাবিগুলি বিচার বিবেচনা করবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে। পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলির কথা আইন এবং বিধিতে উল্লেখ করা আছে। এখানে গ্রামসভার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য যে ন্যূনতম পদক্ষেপগুলি দরকার, সেগুলি উল্লেখ করা হল।